



205153 - উমরার নয়িতে ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবশে করছে

প্রশ্ন

কয়কে বছর আগে আমি ও আমার স্ত্রী উমরা আদায় করছি। আমরা অন্য এক ফ্যামলিরি গাড়ীতে চড়ে রিয়াদ থেকে সফর করছি। সে বন্ধু আমাদেরকে বলছেন যে, আমরা ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবশে করতে পারি এবং মক্কায় রাত্রি যাপন করতে পারি। এরপর সখোন থেকে আমরা ইহরাম বঁধে নবি। এটা যে, সঙ্গত নয় সেটা জানা না থাকার কারণে আমরা সেটাই করছি। সে উমরাটি ফরজ উমরা ছিল না। এরপর আমরা বহুবার মীকাত থেকে ইহরাম বঁধে উমরা করছি। ঐ উমরার ক্ষেত্রে আমাদের উপর কোন দায়িত্ব আছে কি? যদি আমাদের উপর পশু যবহে করা ফরজ হয়; তাহলে এমন কোন প্রতিষ্ঠান আছে কি যারা আমাদের পক্ষ থেকে পশুটি যবহে করবে; যাহেতু আমি রিয়াদে চাকুরী করি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নিসন্দেহে আপনাদের সে বন্ধু ভুল করছেন; যিনি আপনাদেরকে বলছেন যে, ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা যায়। আরকে ভুল করছেন: তিনি আপনাদেরকে মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধতে বলছেন। কারণ মক্কাবাসী ও মক্কাত্তে অবস্থানকারীকে উমরা পালন করতে হলে হারাম এলাকার বাইরে গিয়ে ইহরাম বঁধে আসতে হবে।

যারা মক্কার বাইরে থেকে হজ্জ কথিবা উমরা আদায় করতে আসবেন শরিয়ত তাদের জন্য মীকাত তথা ইহরাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যদি ব্যক্তি ঠিকি সেই স্থান দিয়েই অতিক্রম করে তাহলে তিনি সে স্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবেন। আর যদি ঠিকি সে স্থান দিয়ে সফর না করলে তাহলে সে স্থানরে সমান্তরাল স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবেন।

আর যারা এ মীকাতগুলোর ভেতরে মক্কার দিকে অবস্থান করেন তারা তাদের অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বাঁধবেন। অনুরূপভাবে কেউ যদি জিদ্দাতে আসে কথিবা মীকাতরে ভেতরে অন্য কোন জায়গায় আসে; পরবর্তীতে তার উমরা করার ইচ্ছা জাগে তখন সে তার অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বাঁধবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীকাতগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মদনির অধবাসীদের জন্য- যুল হুলাইফা; সরিয়ার অধবাসীদের জন্য- জুহফা; নজদ এর অধবাসীদের জন্য- ক্বারনুল মানাযলি; ইয়মেনের অধবাসীদের জন্য- ইয়ালামলাম। এ মীকাতগুলো তাদের জন্য যারা এ স্থানগুলোতে বসবাস করে; কথিবা এ স্থানগুলো যাদের পথে পড়ে; সে সব ব্যক্তিদের জন্য যারা হজ্জ ও উমরা আদায়ের নয়িতে বেরিয়েছে। আর যে ব্যক্তি এ



মীকাতগুলোর ভেতরে অবস্থান করে সে তার পরবার থেকে ইহরাম বাঁধবে।[সহি বুখারি (১৪৫৪) ও সহি মুসলিম (১১৮১)]

আপনার বন্ধুর উপর তওবা করা ও ইস্তিগফার করা অপরিহার্য; যহেতু তিনি নিজের মতকে শরিয়তের বধিান বলে চালিয়ে দিয়েছেন। আর জমহুর আলমেরে মতামত অনুযায়ী আপনাদরে কর্তব্য হচ্ছে- মক্কার হারাম এলাকার মধ্যে একটি ছাগল জবাই করে এর গশত মক্কার গরীব লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া। কারণ যদি এটিকরার সামর্থ্য না থাকে তাহলে তার শুধু তওবা করলে চলবে।

স্থায়ী কমটির আলমেগণ বলেন:

যে ব্যক্তি উমরা করার নিয়ত করেছে; তার কর্তব্য হচ্ছে- মীকাত অতক্রিমকালে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা। ইহরাম ছাড়া মীকাত অতক্রিম করা জায়যে নয়। যহেতু আপনারা মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধেননি তাই আপনাদরে প্রত্যকেরে উপর দম (পশু জবাই করা) ওয়াজবি। যে ছাগল দিয়ে কেরবানি করা জায়যে এমন একটি ছাগল মক্কাত জবাই করে এর গশত মক্কার গরীব লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে; আপনারা এ গশত খতে পারবেন না। পক্ষান্তরে ইহরামের কাপড় পরার পর দুই রাকাত নামায না পড়ায় কোন কিছু আবশ্যক হবে না।

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গাদইয়ান।[স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১১/১৭৬,১৭৭)]

যে ব্যক্তি হজ্জ কথ্বা উমরা কোন একটি ওয়াজবি আমল ছেড়ে দিয়েছে এ মাসয়ালার ব্যাপারে বিস্তারতি আলোচনার পর শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

যে ব্যক্তি কোন ওয়াজবি আমল ছেড়ে দিয়েছে আমরা তাকে বলব: আপনি একটি ফদিয়া (পশু) জবাই করে এর গশত নজিহে মক্কার দরদিরদের মাঝে বিতরণ করুন। কথ্বা নরিভরযোগ্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করুন। আর যদি আপনি অসামর্থ্য হন তাহলে তওবা করলে চলবে। এ মাসয়ালায় এটাই আমাদের অভিমত।[আল-শারহুল মুমতী (৭/৪৪১) থেকে সমাপ্ত]

মক্কাত আপনাদরে পক্ষ থেকে পশু জবাই করার জন্য আপনারা নরিভরযোগ্য এজনেসগুলোর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

আল্লাহই ভাল জানেন।